



প্রধানমন্ত্রীরদপ্তর

ম্যানিলায় পঞ্চদশ আসিয়ান-ভারত শীর্ষ বৈঠকে প্রারম্ভিক ভাষণ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর (১৪ নভেম্বর, ২০১৭)

Posted On: 15 NOV 2017 12:11PM by PIB Kolkata

মাননীয় প্রেসিডেন্ট দূতাবর্তে,

সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দ,

মিঃ প্রেসিডেন্ট,

ম্যানিলায় আমার প্রথম সফরকালে আসিয়ান প্রতিষ্ঠার ৫০তম বর্ষপূর্তির মতো এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে আজ এখানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি আনন্দিত।

একই সঙ্গে আমরা উদযাপন করছি আসিয়ান-ভারত আলোচনা ও অংশীদারিত্বের ২৫তম বার্ষিকী।

এই বিশেষ তাৎপর্যময় বছরটিতে আসিয়ানের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য আমি বিশেষ প্রশংসা করি ফিলিপিন্স-এর। মিঃ প্রেসিডেন্ট, এই শীর্ষ বৈঠক আয়োজনের জন্য যে চমৎকার বন্দোবস্ত আপনি করেছেন সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

আসিয়ান-ভারত অংশীদারিত্বের সম্পর্কে আরও জোরদার করে তোলার ক্ষেত্রে একটি সমন্বয় রক্ষাকারী দেশ হিসেবে ভিয়েতনামের অবদানের জন্য ঐ দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকেও জানাই আমার ধন্যবাদ।

মাননীয় নেতৃবৃন্দ,

আসিয়ানের এই গৌরবময় যাত্রা শুধু উদযাপনেরই একটি উপলক্ষ মাত্র নয়, একইসঙ্গে তা সার্থক প্রতিফলনেরও এক বিশেষ মুহূর্ত বটে।

এই ঐতিহাসিকক্ষেণে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী যে একই লক্ষ্য, একই পরিচিতি এবং অভিন্ন ও নিরপেক্ষ একটি সমষ্টি হিসেবে একযোগে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার গ্রহণ করবে আসিয়ানের এই মঞ্চটি।

আসিয়ানকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে ভারতের ‘পূর্বের জন্য কাজ করো’ নীতিটি। এর কেন্দ্রবিন্দুতে স্পষ্টতই রয়েছে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলার বিশেষ দিকটি।

তৃতীয় আসিয়ান-ভারত কার্যপরিকল্পনার আওতায় আমাদের বৃদ্ধা প্রসারিত সহযোগিতা প্রচেষ্টা বেশভালো রকমই এগিয়ে গেছে এবং তা স্পর্শ করে গেছে রাজনৈতিক সম্পর্ক তথা নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতা – এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্তরকেই।

মাননী যপ্রতিনিধিবৃন্দ,

হাজার হাজার বছর আগে ভারত এবং আসিয়ান দেশগুলির সঙ্গে সমুদ্রপথে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে তা অতীতে আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ককে এক বিশেষ আকার দান করেছে। এই সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করে তুলতে এখন আমাদের আরও নিবিড়ভাবে কাজ করে যেতে হবে।

নিয়ম-নীতিভিত্তিক এক আঞ্চলিক নিরাপত্তার কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভারত বরাবরই তার নিরস্ত্র সমর্থনের কথা জানিয়ে এসেছে আসিয়ানকে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের স্বাধীনতা এবং তার শান্তিপূর্ণ কাশের লক্ষ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টিতে বরাবরই সমর্থন রয়েছে ভারতের।

প্রত্যেকটি দেশই তার নিজের নিজের সামর্থ্য ও ক্ষমতা অনুযায়ী হিংসা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সামনে এখন সেই সময় উপস্থিত যখন এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রটিতে পারস্পরিক সহযোগিতাকে আরও জোরদার করে তোলার মধ্য দিয়ে যৌথভাবে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা একান্ত জরুরি।

মাননীয়নেতৃবৃন্দ,

আমাদের ২৫তম বার্ষিকী উদযাপনের লক্ষ্যে ‘মিলিত মূল্যবোধ, অভিন্ন অদৃষ্ট’ – এই বিষয়বস্তুটিকে বেছে নেওয়া যেমন খুবই সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছিল, তেমনই মিলিতভাবে আমরা বেশ কিছু স্মরণীয় কাজও সাফল্যের সঙ্গেই সম্পন্ন করেছি।

সেই স্মরণীয় বছরটির পূর্তি উপলক্ষে আগামী ২৫ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে নয়াদিল্লিতে ভারত-আসিয়ান বিশেষ স্মারক শীর্ষ বৈঠকে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানানোর জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

ভারতের ৬৯তম সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপনের অন্তর্গত আসিয়ান নেতৃবৃন্দকে আমাদের প্রধান অতিথিরূপে বরণ করে নেওয়ার জন্য ১২৫ কোটি ভারতবাসী উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন।

আমাদের সেই একই অভিন্ন অদৃষ্টের দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আপনাদের সকলের সঙ্গে একযোগে কাজ করে যেতে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ধন্যবাদ।

